

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড’ চার শিক্ষাবর্ষের ১০৪ কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের চারটি ব্যাচের স্নাতক পর্যায়ের ১০৪ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ১৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. আন ম এহসানুল হক মিলন, এমপি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন অনুষদের মোট ১০৪ জন শিক্ষার্থীকে ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ৭টি অনুষদের ২৪টি বিভাগের ২৪ জন, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ৭টি অনুষদের ২৫টি বিভাগের ২৫ জন, ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ৭টি অনুষদের ২৮টি বিভাগের ২৮ জন এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ৫টি অনুষদের ২৭টি বিভাগের ২৭ জন শিক্ষার্থী এ সম্মাননায় ভূষিত হন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. আন ম এহসানুল হক মিলন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২১ বছর পর প্রথমবারের মতো ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড প্রদান



শিক্ষামন্ত্রী ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত’ শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। এসময় মধ্যে উপবিষ্ট স্থানীয় এমপি, উপাচার্য, ট্রেজারার ও শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ অন্যান্যরা

একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে এ ধরনের স্বীকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম উল্লেখ করে তিনি এ আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যেকোনো পুরস্কার শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের দায়িত্ববোধ আরও বৃদ্ধি করে। ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত’ শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এই অর্জন তাদের সারাজীবনের গর্ব ও স্মৃতির অংশ হয়ে থাকবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-৭ আসনের মাননীয় সংসদ হামিদুর রহমান হামিদ, এমপি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা সচিব আবদুল খালেক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন বলেন, আজকের দিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষাবিস্তার ও জাতীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের মেধা ও সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত’ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এই স্বীকৃতির মর্যাদা রক্ষা করে দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজেদের মেধা কাজে লাগাতে হবে।

উপাচার্য শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসন ও দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণে সরকারের সহায়তা প্রত্যাশা করে বলেন, এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ আরও সমৃদ্ধ হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান সরকারের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দু’দিনব্যাপী বাংলা বর্ষবরণ-১৪৩৩ উদ্‌যাপন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে দু’দিনব্যাপী (১ ও ২ বৈশাখ, ১৪ ও ১৫ এপ্রিল) ‘বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। বৈশাখী শোভাযাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বৈশাখী মেলা, শুভেচ্ছা বিনিময়, লোকজসংগীত ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী এ আয়োজন মহাসমারোহে পালিত হয়। “নববর্ষের আবাহন ঐক্য, শান্তি, উত্তরণ”- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবার প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের সদস্যদের অংশগ্রহণে বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম দিনের কর্মসূচি শুরু হয় সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় পার্শ্ববর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের খুদে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বৈশাখী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের মাধ্যমে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সকাল ৯টায় উপাচার্যের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা ক্যাম্পাস থেকে শুরু হয়ে রায়সাহেব বাজার ও ভিক্টোরিয়া পার্ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, প্রক্টর, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী,



বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন উপাচার্য

ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। চারুকলা অনুষদের আয়োজনে শোভাযাত্রায় শান্তির প্রতীক পায়রা, পাখি, চরকি, সূর্যমুখী ও ফড়িংসহ নান্দনিক উপকরণ প্রদর্শিত হয়।



বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত র্যালির একাংশ

শোভাযাত্রা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণ ও পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্যের সমাহার দর্শনাধীনের ব্যাপক আহ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এসময় উপাচার্য ও সংসদ সদস্য একসঙ্গে নাগরদোলায় চড়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন, যা উপস্থিত সবার মাঝে বাড়তি উৎসাহ সৃষ্টি করে।

সকাল ১১টায় বিজ্ঞান ভবন মাঠে অনুষ্ঠিত হয় নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত (সভাপতি) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক ও লালবাগ বিভাগের ডিসি তালেবুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য জনাব হামিদুর রহমান হামিদ সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট হস্তশিল্প সাক্ষর বিষয়ে তাঁর সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এ সকল সমস্যা সমাধানে সরকারি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সমন্বয়ে প্রক্রিয়াক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা শিক্ষাঙ্গনে একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখে এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো ভুল পথে পরিচালিত না হয়।



বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন উপাচার্য ও ট্রেজারার

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন তাঁর বক্তব্যে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, উপস্থিত দুইজন সংসদ সদস্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অংশ হওয়ায় সবাই গর্বিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। তিনি নতুন আহ্বান, নতুন শ্লোগান ও নতুন আকাজক্ষার আলোকে একটি বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ তাদের প্রত্যাশিত নেতৃত্বে নির্বাচন করেছে এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে মতভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার যে অঙ্গীকার, তার ধারাবাহিকতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও নতুন উদ্যমে 'টিম জগন্নাথ' হিসেবে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি সমাজে বিরাজমান অশান্তি দূর করে সর্বত্র শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও সংসদ সদস্য আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ গঠনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সকলে অংশীদার হিসেবে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রণীত ৩১ দফা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে ছাত্র সংগঠনসমূহকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।



বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন তাঁর বক্তব্যে সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই সদস্যরা সরকারি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি মেকিং প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন এবং এভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হবেন।



বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে একই মঞ্চে সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় লোকজসংগীত অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে নাট্যকলা বিভাগের পরিবেশনায় গম্ভীরা, নৃত্য, গান ও লাঠিখেলা পরিবেশিত হয়, যা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি এবং সাবেক শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত থাকে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে লোকসংগীত পরিবেশন করেন খ্যাতিমান শিল্পী আব্দুল কুদ্দুস বয়াতী।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো 'ভাইস চ্যান্সেলর রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ভাইস চ্যান্সেলর রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ সেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদ থেকে মোট চারজন শিক্ষককে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৮ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দপ্তরের আয়োজনে শহিদ সাজিদ ভবনের মিনি কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে সনদপত্র ও চেক তুলে দেন।



উপাচার্য ও ট্রেজারার-এর সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর রিসার্চ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত বিজ্ঞান অনুষদের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ মোঃ নিসতার জাহান কবীর, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক এবং লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. হাছিনা আক্তার এ পুরস্কার লাভ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো এ ধরনের অ্যাওয়ার্ড প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তিনি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাদের দায়িত্ব এখন আরও বেড়ে গেছে এবং তারা শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এ উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গবেষণায় আরও উৎসাহিত হবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, এ ধরনের অ্যাওয়ার্ড শিক্ষকদের গবেষণায় আরও উৎসাহিত করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে গতিশীল করবে। তিনি উপাচার্যের নেতৃত্বে এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ' বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধে প্রণীত 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০২৬' এর আলোকে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির আয়োজনে 'যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ' বিষয়ক সচেতনতামূলক এক কর্মশালা ১১ মে উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ ধরনের বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন অত্যন্ত জরুরি। এবারই প্রথমবারের মতো এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। একটি কাক্ষিক ও নিরাপদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হলে প্রথমেই আমাদের নিজেদের কমিটমেন্ট নিশ্চিত করতে হবে এবং সচেতন হতে হবে। আমরা যদি নিজেরা সচেতন থাকি এবং আমাদের চোখের সামনে কোনো ধরনের যৌন নিপীড়ন ঘটতে না দিই, তবে আজ থেকেই এ বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' বাস্তবায়ন সম্ভব। সবাইকে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যৌন নিপীড়নমুক্ত একটি নিরাপদ ক্যাম্পাসে পরিণত হয়।

কর্মশালায় 'উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা' শীর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পে কমিটির সদস্য ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফারজানা আহমেদ। তিনি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ শিক্ষাজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা-২০২৬'-এর মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এ সময় তিনি নীতিমালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম, ভুক্তভোগীদের কাউন্সেলিং সহায়তা, অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে অগ্রযাত্রায় জবির নতুন উদ্যোগ

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকি-উএসি) আয়োজনে 'The Importance of World University Rankings: Rules, Criteria and Requirements' শীর্ষক একটি কর্মশালা ২৮ জুন অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে তাঁর সভাকক্ষে আয়োজিত এ কর্মশালায় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ের নিয়মনীতি, মূল্যায়নের মানদণ্ড, অংশগ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি এবং এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন বলেন, বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উচ্চতর অবস্থানে উন্নীত করতে হলে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কার্যক্রমের চর্চা না থাকায় কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার আউটকাম এবং ফিডব্যাক কোনো অংশেই কম নয়। সচেতনতার অভাব ও যথাযথ প্রয়োগের ঘাটতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে।



কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাংকিংয়ে সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. ফারুক এম. শেখ। তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ের বিভিন্ন সূচক, অংশগ্রহণের নিয়মনীতি, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, গবেষণার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিকীকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্কলার তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও এমআরডিআই'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও গণমাধ্যম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)-এর মধ্যে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ফ্যাক্ট-চেকিং ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ৮ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উপাচার্যের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের উপস্থিতিতে এমআরডিআই-এর প্রধান নির্বাহী হাসিবুর রহমান এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন এমআরডিআই'র উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাক্ট-চেকিং কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা একটি সমন্বয়যোগ্য পদক্ষেপ।



জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও এমআরডিআই-এর মাঝে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তথ্য যাচাই ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে অপতথ্য ও ভুয়া খবরের বিস্তার একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফ্যাক্ট-চেকিং কার্যক্রম জোরদার করা গেলে এই প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে এবং দেশ ও জাতি গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা যাবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সাংবাদিকতায় ইতিবাচক কাজের মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং এমআরডিআই-এর কার্যক্রম শুধু একটি বিভাগে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত হলে তা কার্যকর উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সমঝোতা স্মারকের আওতায় এমআরডিআই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে একটি ফ্যাক্ট-চেকিং ল্যাব স্থাপনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে এবং বিদ্যমান ডিজিটাল সাংবাদিকতা কোর্স (সেশন: ২০২৪-২৫)-এর অধীনে তথ্য যাচাই (ভুয়া সংবাদ, ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ডিজিটাল মিডিয়া সাক্ষরতা) বিষয়ক বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সরঞ্জাম ও কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জার্নাল অব আর্টস-এর ১৫তম ভলিয়মের মোড়ক উন্মোচন

১২ এপ্রিল জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস-এর ১৫তম ভলিয়মের (সংখ্যা ২) মোড়ক উন্মোচন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। জার্নালটিতে ১১ টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।



জার্নাল অব আর্টস-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন উপাচার্য, ট্রেজারার ও সংশ্লিষ্টরা

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, জার্নালটির প্রধান সম্পাদক ও কলা অনুষদের প্রাক্তন ডিন অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম এবং বর্তমান ডিন অধ্যাপক ড. আরজুমন্দ আরা বানু উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সম্পাদনা কমিটির সহযোগী সম্পাদক ও সদস্য, কলা ও চারুকলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও পরিচালক (গবেষণা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপনা, গবেষণার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিকীকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাডুয়েটদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্কলার তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জুনিয়র ফ্যাকাল্টিদের চারদিনব্যাপী ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র ফ্যাকাল্টিদের জন্য চারদিনব্যাপী ‘ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং’ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মে শহিদ সাজিদ একাডেমিক ভবনের মিনি কনফারেন্স রুমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।



জুনিয়র ফ্যাকাল্টিদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তিনি প্রথম সেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ‘Responsibilities and Professional Conduct of University Teachers’ শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করেন।

আলোচনায় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, জবাবদিহিতা, শিক্ষাগত দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শুধু জ্ঞানের উৎস নন, বরং সততা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার প্রতীক। শিক্ষকদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ভিউ সেমিস্টার রেজাল্ট’ মডিউলের উদ্বোধন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে স্টুডেন্ট পোর্টালে প্রদর্শনের লক্ষ্যে ‘ভিউ সেমিস্টার রেজাল্ট’ (View Semester Result) মডিউলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৬ এপ্রিল উপাচার্য দপ্তরের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মডিউলের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন।



‘ভিউ সেমিস্টার রেজাল্ট’ মডিউলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন বলেন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও তাদের প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ‘ভিউ সেমিস্টার রেজাল্ট’ মডিউল চালু করা শিক্ষার্থীবান্ধব প্রশাসনিক উদ্যোগের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা সহজেই তাদের পরীক্ষার ফলাফল দেখতে পারবে। তিনি আরও বলেন, অটোমেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে সনদপত্র ও মার্কশিট উত্তোলন করতে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রশাসনিক কার্যক্রমে যেন শিক্ষার্থীদের অহেতুক সময় নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসন আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. মোস্তফা হাসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এবং রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, জবির শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশেষ বৃত্তির চেক হস্তান্তর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত বিশেষ বৃত্তির চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান ১১ জুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে তাঁর অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেন।



শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশেষ বৃত্তির চেক হস্তান্তর করছেন উপাচার্য

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষদের দুজন শিক্ষার্থীর হাতে প্রতীকীভাবে বিশেষ বৃত্তির চেক তুলে দেওয়া হয়। পরে বৃত্তির জন্য মনোনীত সকল শিক্ষার্থীর আবেদনকৃত ব্যাংক হিসাব নম্বরে বৃত্তির অর্থ পাঠানো হবে বলে জানানো হয়। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১০ হাজার ১২৪ জন শিক্ষার্থীকে বিশেষ বৃত্তির জন্য মনোনীত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককালীন ৯ হাজার টাকা করে বিশেষ বৃত্তি পাচ্ছেন।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন শিক্ষার্থীদের হাতে তাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত বৃত্তির অর্থ তুলে দিতে পারায় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি যমুনা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এই বৃত্তির অর্থ প্রদানের কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ ১৪ মাস পর হলেও শিক্ষার্থীদের কাছে বৃত্তির অর্থ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেন বলেন, বর্তমান উপাচার্যের সময়েই শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়েছে। অতীতে এটি বাস্তবায়িত হয়নি উল্লেখ করে তিনি ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত ডি-নথি চালুর নির্দেশনা, মনিটরিং সেল গঠনের ঘোষণা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল প্রশাসনিক কার্যক্রম জোরদার করতে ডি-নথি (D-Nothi) ব্যবস্থা দ্রুত চালুর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল প্রশাসনিক কার্যক্রম জোরদার করতে ডি-নথি (D-Nothi) ব্যবস্থা দ্রুত চালুর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন ডি-নথি কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এ কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠনের ঘোষণা দেন।

২৯ জুন উপাচার্যের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-এ সদ্য ডি-নথি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ডি-নথি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মূলত প্রশিক্ষণ-পরবর্তী করণীয়, ডি-নথি ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নের কৌশল, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, দায়িত্ব বন্টন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানকে কীভাবে বাস্তব প্রশাসনিক কার্যক্রমে দ্রুত প্রয়োগ করা যায়, সে বিষয়েও মতবিনিময় করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে ৩৩০ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ২৩০ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের মূল বাজেট ৩৩০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়।

২৯ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাকক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১১২তম (বিশেষ) সভায় এই বাজেট অনুমোদিত হয়। সিন্ডিকেট সভায় বাজেট উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এবং বাজেটের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন অর্থ ও হিসাব দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ২৩০ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (যার মধ্যে ইউজিসি বরাদ্দ ২০২ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ২৭ কোটি টাকা ৫০ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত) এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মূল বাজেট ৩৩০ কোটি টাকা (এর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ ১৫৯ কোটি ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও ঘাটতি ১৪৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৩৭ হাজার অন্তর্ভুক্ত)।

বাজেটে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য গবেষণা খাতে ৮ কোটি টাকা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে ৩০ লক্ষ টাকা, অন্যান্য অনুদান খাতে ৬২ কোটি ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, যন্ত্রপাতি খাতে ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, যানবাহন খাতে ৫ কোটি টাকা, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য মূলধন খাতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও বেতন ভাতা বাবদ ১২৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, পণ্য ও সেবা বাবদ ১০৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি বাবদ ৬০ কোটি টাকা এবং অস্থায়ী হল নির্মাণের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সিন্ডিকেট সভায় উপাচার্য মহোদয় এই বাজেট অনুমোদনের সুপারিশের জন্য অর্থ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এবং অর্থ ও হিসাব দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জানান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওবিই কারিকুলাম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর আয়োজনে ‘Preparation and Effective Execution of the OBE Curriculum for Course Teachers’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন।



প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক গুণগত মান উন্নয়নে এ ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত মান বজায় রাখা কেবল একটি বিকল্প নয়, বরং এটি একটি অপরিহার্য বিষয়। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এগিয়ে নিতে হলে আউটকাম বেইজড এডুকেশন (ওবিই) পাঠ্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১তম ব্যাচের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের সকল বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কোর্স শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রসায়ন বিভাগে 'ল্যাবরেটরি সেফটি অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক সেমিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে ইউজিসি'র হায়ার এডুকেশন অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (HEAT) সাব-প্রজেক্টের আওতায় 'ল্যাবরেটরি সেফটি অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ মে বিভাগীয় কক্ষে আয়োজিত এ সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক অঙ্গনের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক উপস্থিত ছিলেন।



সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সুনাম ও অর্জনে যে বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, সেই বিভাগের প্রাপ্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থ্য সীমিত হলেও বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার করে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাবে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো অর্জন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে প্রশাসন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের মর্যাদা, অবস্থান ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। সময়ে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ন্যায় দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এই বৃত্তির অর্থ প্রদানের কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ ১৪ মাস পর হলেও শিক্ষার্থীদের কাছে বৃত্তির অর্থ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

জবিতে অপারেশন সার্চলাইট ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটার্নাল অ্যাকাডেমিস্ট এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের যৌথ আয়োজনে ২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে 'অপারেশন সার্চলাইট ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা: ইতিহাসের প্রামাণ্য আখ্যানের সন্ধান' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার ৫৬ বছর হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও নির্ভুল ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি, যা জাতির জন্য এক বড় কলঙ্ক। তিনি উল্লেখ করেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে আপামর বাঙালির পাশাপাশি পুলিশ, আনসার ও ইপিআর সদস্যদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তবে স্বাধীনতার এত বছর পরও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কেন ইতিহাস রচনায় নির্মোহ হতে পারেননি- তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. সলিমুল্লাহ খান। তিনি তাঁর বক্তব্যে সঠিক ইতিহাস চর্চা, রাষ্ট্রীয় বয়ান এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত কেবল একটি সামরিক অভিযানের সূচনা নয়; 'অপারেশন সার্চলাইট' ছিল পাকিস্তানি সামরিক জাভার একটি সুপরিকল্পিত দমন-পীড়ন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা বোঝার জন্য ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি এর গভীর রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ অপরিহার্য।



সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করছেন ড. সলিমুল্লাহ খান

তিনি আরও উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় বয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় বহুমাত্রিক উৎস, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং সমকালীন দলিলের সমন্বিত ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি তিনি ইতিহাসবিদদের নতুন করে প্রশ্ন তোলা এবং তথ্যনির্ভর গবেষণার মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধানের আহ্বান জানান।

মূল বক্তব্যের ওপর আলোচনায় অংশ নেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটার্নাল অ্যাকাডেমিস্ট পরিচালক অধ্যাপক ড. নাছির আহমাদ।

অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হলে প্রাথমিক সাক্ষ্য ও নির্ভরযোগ্য উৎসের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ইতিহাসের যাত্রা কখনো থেমে থাকে না উল্লেখ করে তিনি শহিদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট স্থান সংরক্ষণের ওপর জোর দেন।

অধ্যাপক ড. নাছির আহমাদ 'অপারেশন সার্চলাইট'-কে একটি পরিকল্পিত ও প্রতারণামূলক হত্যাকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তানি শাসকদের পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা তুলে ধরেন এবং তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন।

নানা আয়োজনে জবিতে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন

নানা আয়োজনে জবিতে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন করা হয়। ১৯ জুন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ২১ জুন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ২৩ জুন সচেতনতামূলক র‍্যালি ও সেমিনার আয়োজিত হয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ১৯ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় আয়োজন করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে জবি বৃক্ষরোপণ কমিটির উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন এবং ড্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন। এ সময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুডকোর্ট সংলগ্ন এলাকায় দুটি পাইন গাছের চারা রোপণ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের র‍্যালি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের নেতৃত্বে বিজ্ঞান ভবনের মাঠ থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শারমীন, লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল আলীম এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দা ইসরাতে নাজিয়া। এছাড়াও বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা এতে অংশ নেন।



বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে উপাচার্যের নেতৃত্বে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

সেমিনার

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের উদ্যোগে ২৩ জুন 'জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীর নিরাপত্তা' শীর্ষক একটি সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। অনুষ্ঠানে তিনি পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জলবায়ু সংকট নিরসনে মানুষের মানসিকতা ও আচরণগত পরিবর্তন অপরিহার্য। পরিবেশ সংরক্ষণের শিক্ষা পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে এবং নতুন প্রজন্মকে ছোটবেলা থেকেই পরিবেশবান্ধব জীবনধারায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

কবি সুফিয়া কামাল ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মরণে জবিতে সেমিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে কবি সুফিয়া কামাল এবং কবি ও গীতিকার আবু হেনা মোস্তফা কামালকে স্মরণ করে দুই দিনব্যাপী (২১ ও ২২ জুন) সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। 'সুফিয়া কামাল: জীবন ও কর্ম' শীর্ষক এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন।



সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরনের সেমিনার অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি শিক্ষার্থীদের সেমিনারের আলোচনাগুলো মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রবন্ধকার ও আলোচকদের উপস্থাপিত ভাবনা ও মূল্যবোধ যদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত করা যায়, তবেই এ আয়োজনের সার্থকতা অর্জিত হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুবুল হক। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির গবেষক মাহবুবা রহমান।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গণমাধ্যম ও তরুণদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে: জবি উপাচার্য

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং তরুণ সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক তথ্য প্রচার এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গণমাধ্যম ও যুবসমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে। ২৮ জুন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা: গণমাধ্যম ও যুব সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য বলেন, বিশ্বে টিকে থাকার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এ ধরনের সেমিনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিশ্ব নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই দৃশ্যমান। একসময় যে গাছপালা, খাল-বিল, নদ-নদী ও জীববৈচিত্র্য আমাদের পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, তার অনেকটাই আজ বিলুপ্তির পথে। এর ফলে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশ দূষণ ও তথ্যপ্রাচুর্য জড়িত এবং এ সংকট সৃষ্টিতে মানুষের দায় রয়েছে। নির্বিচারে বন উজাড়, পাহাড় কাটা, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনসহ বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সবার মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে এবং পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।



সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

সেমিনারে কি-নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দেন চিলড্রেন ওয়াচ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং এনভায়রনমেন্টাল ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ নেটওয়ার্কের প্রধান নির্বাহী শাহ ইসরাত আজমের। সেমিনারে প্রধান আলোচক ছিলেন দ্য ডেইলি স্টার এর চিফ রিপোর্টার পিনাকি রায়।

‘ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও জেডার সচেতনতা’ বিষয়ক সেমিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে ‘ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও জেডার সচেতনতা’ বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল ২০২৬) বেলা ১২টায় সমাজবিজ্ঞান বিভাগে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, সীমিত সম্পদ নিয়েও দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, তাদের উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে জীবনসংগ্রামী এবং তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে তারা যেকোনো প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমিন বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা আরও উন্নত হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সেমিনারে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডকম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম ফারহান চৌধুরী। সেমিনারে এডফার্ম নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পাঁচজন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফারহানা জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম। সেমিনারে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্লেজারিজম সনাক্তকরণে Turnitin সফটওয়্যার ব্যবহারে কর্মশালা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মানোন্নয়ন ও প্লেজারিজম প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্লেজারিজম সনাক্তকরণ সফটওয়্যার Turnitin ব্যবহারের ওপর একটি কর্মশালা ১৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দপ্তরের আয়োজনে শহিদ সাজিদ ভবনের মিনি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন সময়োপযোগী এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য গবেষণা সেলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, Turnitin সফটওয়্যারটির কার্যকর ব্যবহার গবেষণার মানকে আরও পরিপক্ব ও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এই কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সফটওয়্যার ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবেন এবং গবেষণায় তা বাস্তব প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তাঁরা সফটওয়্যারটির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেন এবং এর যথাযথ সুফল গ্রহণ করেন।

গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমিন।

ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমিন বলেন, অতীতে প্লেজারিজম সনাক্তকরণে ব্যক্তি-ভরতা থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকরা আরও সমৃদ্ধ হবেন। গবেষণার ক্ষেত্রে প্লেজারিজম সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি এর যথাযথ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. জুলফিকার মাহমুদ Turnitin সফটওয়্যার ব্যবহারের পদ্ধতি, এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার কৌশল এবং প্লেজারিজম সনাক্তকরণে এর গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অংশগ্রহণ করেন।

জবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ডেটা পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে ‘SPSS Basic Training Program’ বিষয়ক দু’দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ডেটা পরিচালনা ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৩ মে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে আয়োজিত উক্ত ওয়ার্কশপের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমিন।

তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যারিয়ার গঠনে গুরুত্বারোপ করে বলেন, তাদের উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। দুইদিন ব্যাপী ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষক হিসেবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফারহানা জামানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. ফারহানা বলেন, “শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরনের কর্মশালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের আয়োজনে আমি সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকব। আমাদের শিক্ষার্থীরা গবেষণায় দেশ ও দেশের বাইরে ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা রাখছি।”

জবিতে ৫৩৫তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে, বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পাঁচ দিনব্যাপী ‘৫৩৫তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স’-এর সমাপনী অনুষ্ঠান ও সনদ বিতরণ ৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। তিনি বলেন, মানবসেবার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের যে আদর্শ রোভার স্কাউটরা ধারণ ও চর্চা করে, তা সমাজে আলোকিত মানুষ গঠনের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমিন, প্রবৃষ্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ মিতু আলী বিশ্বাস। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের আরএসএল সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুস সালাম এবং সাদিয়া আখতারসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও রোভার সদস্যরা। কোর্স লিডার জনাব নাজমুল কবির পলাশ সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুভূতি ব্যক্ত করেন রোভার মো. কামরুল হাসান এবং রোভার প্রভা দাস।

অনুষ্ঠানের শেষে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত এ বেসিক কোর্সে ১০ জন প্রশিক্ষক, ৫১ জন প্রশিক্ষার্থী এবং ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন।

নবীনবরণ, বিদায় ও অ্যালামনাই অনুষ্ঠান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ২০তম ব্যাচের নবীনবরণ এবং ১৫তম ব্যাচের বিদায় উপলক্ষ্যে বিভাগটির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ২১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।



বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইইআর) পরিচালিত পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান ১৬ এপ্রিল স্কুলটির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ২০তম ব্যাচের নবীনবরণ, ১৫তম ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠান এবং বিভাগের অফিস সহায়ক মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ চাকরি জীবনের অবসান উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ১৬ এপ্রিল বিভাগীয় সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থনীতি বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ঈদ পুনর্মিলনী ও সাধারণ সভা ২০২৬

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল 'ঈদ পুনর্মিলনী ও সাধারণ সভা-২০২৬' বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভাগের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মিলনমেলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু, ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে উষ্ণ অভ্যর্থনা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের (২১তম ব্যাচ) স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস ৩ মে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে আয়োজন করা হয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, যার মাধ্যমে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার আউটকাম এবং ফিডব্যাক কোনো অংশেই কম নয়। সচেতনতার অভাব ও যথাযথ প্রয়োগের ঘাটতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে।



২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে শিক্ষা সহায়িকা ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করছেন উপাচার্য

প্রাণিবিদ্যা বিভাগে নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে স্নাতক (সম্মান) ২০তম ব্যাচের নবীনবরণ এবং ১৪তম ব্যাচের বিদায় ৪ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আয়োজিত হয়।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে মাস্টার্স প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ১৩তম ব্যাচের নবীনবরণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাস্টার্স প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ১৩তম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের নিচতলায় ৮ মে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও নবাগতরা অংশগ্রহণ করেন।

এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ১০ম ব্যাচের নবীনবরণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ১০ম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ৮ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নবগঠিত পরিষদের অভিষেক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নবগঠিত উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠান ৯ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

সমাজকর্ম বিভাগে নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগে ২০তম ও ২১তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ এবং ১৩তম ও ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান ১৮ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মডার্ন ল্যাবুয়েজ ইনস্টিটিউটে নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাবুয়েজের (আইএমএল) ২০তম ও ২১তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ এবং ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।



নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগে বিদায় ও নবীনবরণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ১০ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং ১৬তম ও ১৭তম ব্যাচের নবীন বরণ অনুষ্ঠান ১৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন।

জবির দর্শন বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় পুনর্মিলনী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৬ জুন দ্বিতীয় পুনর্মিলনী-২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভাগের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

নিয়োগ/যোগদান

ডিন (বিজ্ঞান অনুষদ)

বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের মধ্যে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলমকে ১৬ জুন ২০২৬ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিন (আইন অনুষদ)

আইন অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের মধ্যে আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শহিদুল ইসলামকে ১৬ জুন ২০২৬ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য আইন অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (লোক প্রশাসন)

লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. আছমা বিনতে ইকবাল-এর চেয়ারম্যান পদ হতে আবেদন গ্রহণ করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রভোস্ট (ছাত্র হল-১)

ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ওমর ফারুককে ৯ এপ্রিল ২০২৬ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য 'ছাত্র হল-১' এর প্রভোস্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

পরিচালক (আইকিউএসি)

রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানকে ১৫ জুন ২০২৬ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য ইনস্টিটিশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিগ্রি/সম্মাননা/সদস্যপদ/অংশগ্রহণ

পোস্টডক

ফার্মেসি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ময়নুল হাসান সম্প্রতি জাপানে Chugai Foundation-এর পোস্টডক ফেলোশিপের আওতায় তাঁর পোস্টডক গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। এ উপলক্ষে ৪ মে ২০২৬ তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ গিয়াস উদ্দিন এবং ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুকুমার বেপারীসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ড. ময়নুল হাসান জাপানে প্রখ্যাত গবেষক Nobu N. Noda-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত ফেলোশিপের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং তা সফলভাবে সম্পন্ন করেন। অধ্যাপক Noda ২০১৬ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী Yoshinori Ohsumi-এর অটোফ্যাগিজ বিষয়ক গবেষণার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত।

পিএইচডি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাঃ মাহাফুজুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে Materials Science and Engineering বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি 'Processing and Characterization of Binary Ferroelectric Oxides'-শীর্ষক গবেষণার ওপর এই ডিগ্রি লাভ করেন।

তাঁর এ উল্লেখযোগ্য একাডেমিক সাফল্য উপলক্ষে ৮ জুন ২০২৬ তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন কুমার দাস, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনসহ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১তম সিডিকেটে গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ প্রাপ্ত অধ্যাপকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১তম সিডিকেট সভায় উচ্চতর ফেল গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ প্রাপ্ত অধ্যাপকবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ৮ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ফেলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ ধরনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উচ্চতর ফেল গ্রেড-১ প্রাপ্ত আটজন অধ্যাপকের মধ্যে রয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী সাখাওয়াত হোসেন, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোছাঃ খোদেজা খাতুন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আজম খান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল কুমার আচার্য্য ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার জেমী।



শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপাচার্য ও ট্রেজারার-এর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকবৃন্দ

গ্রেড-২ প্রাপ্ত বারো জন অধ্যাপকের মধ্যে রয়েছেন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. প্রতিভা রানী কর্মকার, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সামাদ ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামির হোসেন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আয়েশা সিদ্দিকা ডেইজী ও অধ্যাপক ড. ফারহানা জামান, ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকুমার বেপারী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ও অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বাস, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার আহম্মদ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আরিফ উল ইসলাম এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. শফিউল্লাহ হাবিব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ প্রাপ্ত অধ্যাপকদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, পেশাগত জীবনে এ ধরনের অর্জন শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য নয়, বরং পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই গৌরব ও আনন্দের বিষয়। তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষকদের এ অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়েরও অর্জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কোনো কাজের যথাযথ স্বীকৃতি কর্মোদ্যম ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ প্রাপ্ত অধ্যাপকবৃন্দ শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে

আরও এগিয়ে নিতে ভূমিকা পালন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংকে উন্নয়নে শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি এক্ষেত্রে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতির জন্য সকলের পারস্পরিক-সহযোগিতা কামনা করেন।

জবির প্রতিনিধিত্বে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে রসায়ন বিভাগের পাঁচ শিক্ষার্থী

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, ইনোভেশন অ্যান্ড এনট্রপারেনশিপ এবং সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির আয়োজনে ১২-১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ‘অ্যাডভান্স ইন কেমিক্যাল অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স ২০২৬’ (এসিএমএস) কনফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে রসায়ন বিভাগের পাঁচ শিক্ষার্থী।

কনফারেন্সে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি বলেন, “এটা খুবই আনন্দের যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করে তারা ভারতে যাচ্ছে। রসায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশ নিচ্ছে এটা তাদের জন্য যেমন একটা প্রাপ্তি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েরও গর্বের বিষয়।”



কনফারেন্সে যোগদানের প্রাক্কালে উপাচার্যের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীগণ

কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন- অমৃত রায়, নাসিম হোসেন, মো. আল-ইমরান, আতিকুল ইসলাম ও মো. স্বপন হোসাইন। কনফারেন্স শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণাকর্ম পোস্টার ও ওরাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করে।

উল্লেখ্য, ড. জগদীশ চন্দ্র সরকার ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স রিসার্চ ল্যাবের শিক্ষার্থীরা তাদের চার গবেষণা কর্ম কনফারেন্সে উপস্থাপন করবেন। তাদের ভ্রমণ অ্যালাউন্সসহ সৌজন্য স্পন্সর করেন রসায়ন বিভাগ সহযোগী অধ্যাপক ড. জগদীশ চন্দ্র সরকার।

ডিগ্রি প্রদান

এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান

বাংলা বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত বাংলা বিভাগের অধীনে মো. শিববিরুল হককে তাঁহার ‘রফিক আজাদের কবিতায় স্বদেশবোধ ও মানব ভাবনার রূপায়ণ’ (Reflection of Patriotism and Human Thoughts in Rafiq Azad's Poetry) শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এবং লাবনী আক্তারকে তাঁহার ‘রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে নারী চরিত্রের প্রতিলিপায়ণ (Representation of Femal Characters in Rabindra-Literature Based Films)’ ১১০তম সিডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মো. ওসমান গনিকে তাঁহার ‘ইসলামিক আকয়িদ চর্চা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি মূল্যায়ন (Study of Islamic Aqaedd: An Evaluation in the Context of Bangladesh)’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এবং মো. ইব্রাহিম খলিলকে তাঁহার ‘সন্তান প্রতিপালনে আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ এর নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (Guidance of Al-Quran and As-Sunnah in Parenting: Bangladesh Perspective)’ অভিসন্দর্ভের জন্য ১১১তম সিডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

রসায়ন বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত রসায়ন বিভাগের অধীনে লিপি আক্তারকে তাঁহার ‘Hydrothermal Synthesis, Stuctural Characterization and Photocatalytic Activity of Zirconium Doped Cerium Oxide Nano

particles’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ১১১তম সিডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

প্রিন্ট মেকিং বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অন্তর্গত প্রিন্ট মেকিং বিভাগের অধীনে মারুফা আদনানকে তাঁহার ‘বাংলাদেশের ছাপচিত্র: বাণিজ্যিক মুদ্রণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সৃজনশীল ক্রমিকশ (Printmaking tin Bangladesh: From Commercial Printing to Institutional Creative Development)’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ১১১তম সিডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ক্রীড়া সংবাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ৯ম বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ২০২৫-২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী ২২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহিদ রফিক ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া উপ-কমিটি (অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার ও ওয়াটার পোলো)-এর আয়োজনে এবং শরীরচর্চা শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।



৯ম বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপাচার্য, ট্রেজারার ও শিক্ষকবৃন্দ

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এর আগে গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ ধূপখোলা মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয় এবং বিভিন্ন ইভেন্টে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

অষ্টম ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ক্রীড়া উপ-কমিটি (ইনডোর গেমস)-এর আয়োজনে এবং শরীরচর্চা শিক্ষাকেন্দ্রের সহযোগিতায় অষ্টম ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন উপাচার্য

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। তিনি বলেন, চলতি বছরের ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী নির্ধারিত সকল প্রতিযোগিতা যথাসময়ে সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রতিযোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এ ধরনের আয়োজন সার্থকতা লাভ করে।

এবারের প্রতিযোগিতায় দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন- এই চারটি ইভেন্টে মোট ১৪টি বিভাগে তিনটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জবির তৃতীয় স্থান অর্জন

বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস (ছাত্র) দল তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। এই উপলক্ষে ৮ জুন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেবিল টেনিস (ছাত্র) দলের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাঃ আলী নূরসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা-২০২৬-এ দেশের ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় জবির সাফল্য

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় পুরুষ একক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এবং পুরুষ দ্বৈত বিভাগে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। এ উপলক্ষে ২৩ জুন বিজয়ী ও রানার্স আপ দলের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।



উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দল

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাঃ আলী নূর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শরীরচর্চা শিক্ষাকেন্দ্রের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর পুষ্পেন সরকার।

সাংগঠনিক কার্যক্রম

বাঁধন, জবি ইউনিটের উদ্যোগে সাংগঠনিক কর্মশালা ও নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

বাঁধন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের আয়োজনে ১৮ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সাজিদ একাডেমিক ভবনের একটি শ্রেণিকক্ষে সাংগঠনিক কর্মশালা ও নবীনবরণ ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।



বাঁধন, জবি-এর সাংগঠনিক কর্মশালা ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, বাঁধন জবি ইউনিটের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান এবং পরিবহন প্রশাসক ড. তারেক বিন আতিক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাঁধন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি আজিজুল হক ওজিল।

ঢাকা জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন জবির নাজমুল

বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভারের সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট নাজমুল হোসেন আজাদ। ৭ মে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভার সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ ২০২৬ শেষে ঢাকা জেলা রোভারের সিনিয়র রোভারমেটদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

জবিতে দিনব্যাপী মেডিক্যাল ক্যাম্প

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু)-এর উদ্যোগে ১৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত-করণ এবং চিকিৎসাসেবাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ মেডিক্যাল ক্যাম্পে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন।



মেডিক্যাল পরিদর্শনকালে উপাচার্যকে মেডিক্যাল কিটস প্রদান করেন জকসু সহ-সভাপতি

মেডিক্যাল ক্যাম্প চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জকসুর সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন মেডিক্যাল ক্যাম্পের বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং চিকিৎসাসেবা গ্রহণরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের খোঁজবর নেন। এ সময় তিনি আয়োজকদের এমন শিক্ষার্থীবাঞ্ছব উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উপাচার্য মহোদয় বলেন, আমাদের সবারই স্লোগান হওয়া উচিত মানবতার জন্য কিছু করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। জকসুর এ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে।

তিনি এ উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম ক্যাম্পাসে আরও বেশি পরিমাণে আয়োজন করা প্রয়োজন। জকসু শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটাবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ম্যানেজমেন্ট ক্লাবের ‘ক্যারিয়ার অ্যাফিক্স সিজন ৩.০’ অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট ক্লাবের উদ্যোগে ছয় দিনব্যাপী (১৪-১৮ মে) জমকালে আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘ক্যারিয়ার অ্যাফিক্স সিজন ৩.০’। ১৮ মে দিনব্যাপী সমাপনী মেগা ইভেন্টের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রোগ্রামের অনলাইন পর্বসমূহ ১৪ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল বিখ্যাত কনটেস্ট ট্রিয়েটর হিউমার ট্যাবলেট-এর মাসফিক এনাম তূর্য। পাশাপাশি অন্যান্য সেশনগুলো নিয়েছেন বিভিন্ন করপোরেট এক্সপার্টরা।

অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবমুখী দক্ষতা ও পেশাগত প্রস্তুতি অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে। এতে ছিল সিভি রাইটিং, করপোরেট জব, উদ্যোক্তা মানসিকতা, প্রেজেন্টেশন ও পাবলিক স্পিকিং এবং নেস্ট-জেন এআই অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

গুমের অন্ধকার থেকে ফিরে আসা আনিসুর রহমান তালুকদার খোকনকে নিয়ে আলোচনা সভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও গুম হওয়া পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ‘গুমের অন্ধকার থেকে প্রত্যাবর্তন: স্মৃতি, সংগ্রাম ও প্রেরণা’ আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন’ শীর্ষক আলোচনা সভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং গুম হওয়া পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ১৫ জুন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বিভিন্ন আন্দোলনে যারা গুম, নির্যাতন, আহত ও শহিদ হয়েছেন, তাদের আত্মত্যাগ জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বর্তমান সরকার এসব নির্যাতিত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের পাশে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ, এমপি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাহী কমিটির সহ-বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য সামুজ্জামান সুকজ। আরো উপস্থিত ছিলেন জবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনসহ বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে গুমের অন্ধকার থেকে ফিরে আসা আনিসুর রহমান তালুকদার খোকনকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী হয়। এ সময় মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, এমপি উপস্থিত ছিলেন।



গুম বিষয়ক আলোচনা সভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীতে মঞ্চের উপবিষ্ট রয়েছেন উপাচার্য, ট্রেজারারসহ আলোচক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আনিসুর রহমান তালুকদার খোকনের সংগ্রাম ও প্রত্যাবর্তনের ঘটনা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের বহু সাহসী মানুষ আজ এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকের অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য আরও বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুম হওয়া সূর্যসন্তানদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে এবং তাদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশকে একটি স্বপ্নের রাষ্ট্রে পরিণত করার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

জবিতে ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রাইম ব্যাংকের দিগ্বিদর্শনামূলক সেশন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাব ও প্রাইম ব্যাংক পিএলসি’র যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ার গঠনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ‘Engaging & Inspiring Youth in Banking’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে ১৮ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



অনুষ্ঠানে ক্যারিয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন উপাচার্য

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের শুধু শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদানই যথেষ্ট নয়; তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠন ও কর্মক্ষেত্রে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়েও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে। যাতে তারা নিজেদের কাক্সিক্ষিত পেশাগত অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও করপোরেট সংস্থার সঙ্গে ক্যারিয়ার ভিত্তিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, করপোরেট জগতে যারা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন, তাদের উচিত শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এ ধরনের কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়া। বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং খাত একটি সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্রে উল্লেখ করে তিনি শিক্ষার্থীদের এ ধরনের অনুষ্ঠান থেকে অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা গ্রহণের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও আশ্বাস দেন।

রাশা রাতুলসহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ার গঠনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান।

কর্মকর্তা সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের শপথ গ্রহণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা সমিতির (জবিকস) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ১১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের শপথ পাঠ করাচ্ছেন উপাচার্য ও কর্মকর্তা সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক

অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কর্মকর্তা সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এ সময় তিনি নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে কর্মকর্তাদের কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মকর্তাদের গুরুত্বহীন করে রাখলে প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

সাংস্কৃতিক সংবাদ

জবিতে দুই দিনব্যাপী রবীন্দ্র-নজরুল উৎসবের উদ্বোধন: সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির মিলনমেলা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের আয়োজনে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী (২৪ ও ২৫ জুন) রবীন্দ্র-নজরুল উৎসব আয়োজিত হয়। ২৪ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র পর্বের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার এমন এক সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যখন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক খাত নানা সংকট ও অব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। তিনি দাবি করেন, ফ্যাসিবাদি সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন সাংবিধানিক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল, যার ফলে গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল। ইতিহাসের সঠিক উপস্থাপন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতির আত্মপ্রচিয়কে সুদৃঢ় করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। এসময় মধ্যে উপবিষ্ট রয়েছেন উপাচার্য, ট্রেজারারসহ অন্যান্যরা

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. তাহমিনা আখতার, বাংলা একাডেমি-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম এবং জবি ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. অগ্নিমা রায়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা প্রহরীদের লিভারেজ প্রদান 'বেস্ট সিকিউরিটি অ্যাওয়ার্ড' চালু

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের লিভারেজ প্রদান অনুষ্ঠান ১০ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপত্তা কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নিরাপত্তা কর্মীদের দায়িত্বশীলতা ও সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, আমাদের সবার নিরাপত্তা যাদের হাতে, তারা সচেতন না থাকলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তারাই আমাদের সুরক্ষা প্রদান করবে আর আমরা তাদের আস্থার বন্ধনে আবদ্ধ রাখবো।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ/ক্যাপশন নিউজ

জবি উপাচার্যের সঙ্গে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাক্ষাৎ



জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ৮ এপ্রিল তাঁর কার্যালয়ে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. পেয়ার আহমেদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জবির গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ মিজানুর রহমান।

জবি উপাচার্যের সঙ্গে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ২১ এপ্রিল তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল ইসলাম।

এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হকসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



জবি উপাচার্যের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ২৭ এপ্রিল তাঁর কার্যালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ ফরিদুল ইসলাম সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

সাক্ষাৎকালে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে উভয় উপাচার্য একে অপরের প্রতি শুভকামনা জানান এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জবি উপাচার্যের সঙ্গে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে ২৯ এপ্রিল ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।



সাক্ষাৎকালে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে উভয় উপাচার্য একে অপরের প্রতি শুভকামনা জানান এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জবি উপাচার্যের সঙ্গে কুয়েট উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ২ মে তাঁর কার্যালয়ে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহুদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিন, আইসিটি সেলের পরিচালক ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।



সাক্ষাৎকালে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে উভয় উপাচার্য একে অপরের প্রতি শুভকামনা জানান এবং ভবিষ্যতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জবি উপাচার্যের সঙ্গে বাউবি উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ৩ মে তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।



এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, আইসিটি সেলের পরিচালক ও প্রক্টর এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে উভয় উপাচার্য একে অপরের প্রতি শুভকামনা জানান এবং ভবিষ্যতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জবি উপাচার্যের সঙ্গে ঢাবি উপ-উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ১৫ জুন তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী।

সাক্ষাৎকালে উভয়েই পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।



উপাচার্যের সঙ্গে হিউমেন কেয়ার ইনিশিয়েটিভ, ইউকে-এর চেয়ারম্যানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ১৬ জুন তাঁর কার্যালয়ে হিউমেন কেয়ার ইনিশিয়েটিভ, ইউকে-এর চেয়ারম্যান ড. আব্দুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।



সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ শিক্ষা, গবেষণা এবং মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য মহোদয় অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্ব বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।। পৃষ্ঠপোষক: অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনায়: সম্পাদনা পর্যদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা।। এপ্রিল-জুন, ২০২৬।। ফোন: ৯৫৩৪২৫৫, ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৭৪১১৮৪৪৯, www.jnu.ac.bd

প্রকাশনায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়